সেভ দ্যা হিউম্যানিটির দৃষ্টিতে বাংলাদেশের বিজয়ের ৫৪ বছর: সোনালী সম্ভাবনা

-মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

আজ থেকে ৫৪ বছর পূর্বে ১৯৭১ সালে পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা পাক হানাদার বাহিনীকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করে স্বাধীনতার যে বিজয় পতাকা বাংলাদেশের মাটিতে উড্ডীন করেছিল আজ তার ৫৪ বছর পূর্ন হয়েছে, যদিও একটি জাতির মেধা মনন ও প্রজ্ঞাপরিমাপের জন্য ৫৪ বছর খুব বেশি সময় নয় । তদপুরি আমরা আমাদের অর্জন গুলোকে যদি যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব ১৯৭১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের পরিবর্তন হয়েছে অভাবিত রূপে। সাধীনতার পর পর বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে পরিচিতি পেয়েছিলো তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে । সেখানে সামপ্রতিক সময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাপি এমারজিং টাইগার হিসেবে পরিচিত লাভ করে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশ, দারিদ্রতা বিমোচনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, যোগাযোগ ব্যবহার উন্নয়নে, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে আমূল পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। আশা করা যায় আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৫টি ধনী দেশের মধ্যে নিজের অর্জন করতে সক্ষম হবে। আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। হালের বলদের পরিবর্তে ট্রাক্টর সহ আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ফলে আশা করা যায় অচিরেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করে বিদেশে খাদ্য সামগ্রী রপ্তানী করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। আমাদের পর্যটন শিল্পখাত গুলোকে ঢেলে সাজিয়ে আমরা অফুরন্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। আমাদের যে বিশাল জলরাশি রয়েছে তা ব্যবহার করে মৎস্য সম্পদ বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। এছাড়াও সমুদ্রের বিশাল জলরাশির নীচে লুকায়িত রয়েছে অনেকে মূল্যবান খনিজ সম্পদ । আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে মানব সম্পদ। আমাদের মানব সম্পদের রয়েছে বিশ্ব ব্যাপী ঈর্ষনীয় চাহিদা। বাংলাদেশের তরুন যুবকরা ইতিমধ্যেই নিজেদের মেধা যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর যে দেশেই বাংলাদেশের তরুন যুবকরা গিয়েছে সেখানেই, খুব সহজেই, সেই দেশের মানুষের হৃদয় মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদেশী বিনিয়োগ আসার সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে সামপ্রতিক বছর গুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে অভূতপূর্ব ভাবে । পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় নারীরা জ্ঞান লাভ করেছে অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলে ও দেখা যায় ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরা অনেক উজ্জ্বল ফল লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে ফল স্বরূপ বর্তমান বাংলাদেশে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস সহ বিভিন্ন চাকুরীতে ব্যাপক হারে মেয়েরা অংশ গ্রহন করার সুযোগ পাচ্ছে । আমাদের রয়েছে বিশাল গ্যাস সম্পদ যা আমাদের দেশে বিদেশি বিনিয়োগ সহ শিল্প কলকারখানা জ্ঞানে অত্যন্ত সহায়ক। এছাড়াও বর্তমানে তরুন- তরুনীদের জন্য আউট সোসিং এনে দিয়েছে ঘরে বসে ডলার আয় করার সুযোগ। এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন এনজিওগুলো কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিতে এবং দারিদ্রতা বিমোচনে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে আশা করা যায় বাংলাদেশ অচিরেই বিশ্বে একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।